ব্রেখট্ সঙ্গীত বিশ্বযুদ্ধ

বাংলা মঞ্চে অনেকদিন পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় এতখানি উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রযোজনা। দুরন্ত মঞ্চভাবনা এবং দুর্দান্ত টিমওয়ার্ক এক নতুন জন্ম নেওয়া দলের। এ নাটকের অন্যতম চমক প্রাক্তন ফুটবলার সুরজিৎ সেনগুপ্তর অভিনয়।

সম্রাট মুখোপাধ্যায়

এবং অন্ধকার। নাটক: অরিজিৎ বিশ্বাস ও পৃথুনন্দন ঘোষ। পরিচালনা: পৃথুনন্দন ঘোষ। প্রযোজনা: বছর কুড়ি পরে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক অভিশাপ। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শিল্প–সাহিত্যকে বিষয়ের রসদ জোগানোর এক অফুরন্ত খনি।

ইতিহাসের বয়ান আর শিল্প–সাহিত্যের নির্মাণের মধ্যে সম্পর্কটা ঠিক এইরকমই। 'দ্যাট ওয়াজ দ্য ওয়ার্স্ট অব দ্য টাইমস্, দ্যট ওয়াজ দ্য বেস্ট অভ দ্য টাইমস্'।

কাঁটাতার আর 'কার্নিভাল'–এর এই পাশাপাশি মিশে থাকাটাই খুব যত্ন করে আবার নির্মিত হয়েছে 'এবং অন্ধকার' নাটকে। না–হলে সে অন্ধকারকে আলোর অধিক করে তোলা যেত না।

'বছর কুড়ি পরে' দলের এই প্রযোজনা 'এবং অন্ধকার'–এর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হয়ত এটাই যে ব্রেখটীয় আঙ্গিকের আমোদ আর উৎপলীয় উষ্ণতাকে তাঁরা সারাক্ষণই এ নাটকে একতারে বেঁধে রাখতে পেরেছে। যথার্থ রাজনৈতিক নাটক যেভাবে বড় করে ভাবতে পারে, মঞ্চকে যথার্থভাবেই করে তুলতে পারে কালগর্ভ— সে জোর এ নাটক দেখাতে পেরেছে। তারিফের কথা এটাই যে 'এবং অন্ধকার'–এ এই বিকল্পহীন নাট্যধারাটির সবটুকু শক্তি অনেকদিন পরে নিংড়ে বের করে এনেছেন পরিচালক পৃথুনন্দন ঘোষ।

সেই কাজে তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব বহুমাত্রিক এক বাস্তবতাকে চমৎকারভাবে মঞ্চে আনাচ–কানাচ, দৈর্ঘ্য–প্রস্থ সব ব্যবহার করে এক বিস্তৃত জমি দেওয়া। যা থিয়েটারের মতো গভীরভাবে ত্রিমাত্রিক। আবার একই সঙ্গে সিনেমার মতো দ্বিমাত্রিকভাবে দৃষ্টিনন্দন।

চেকোস্লোভাকিয়ার এক মফস্সল শহর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিধ্বস্ত এবং নাৎসি বাহিনীর থাবার তলায় বাঁচা। যেখানে সেনাবাহিনী এবং এস এস বাহিনী— হিটলারের দুই ভৈরব বাহিনী নিজের নিজের মতো করে ভাগ–বাটোয়ারা করে নিচ্ছে শহরের মানুষের জীবন, সুখ–শান্তি, সম্পত্তি, নারী। শহরের মধ্যে তারা যথারীতি তৈরি করে নিতে পেরেছে শিবির বদলানো একদল ধূসর গুপ্তচর।

আবার শত চেষ্টা, সন্ত্রাস সত্ত্বেও তারা পারেনি সব মানুষের মগজ, চেতনা, হৃদয়ের আনুগত্য বদলে ফেলতে। ফলে তাবৎ রাষ্ট্রীয় নজরদারি সত্ত্বেও গোপন ছোট ছোট আড্ডা বসে কারও বাড়ির বৈঠকখানায়, দোকানে বা আরও গোপন কোনও স্থানে। সেখানে নীরবতা আর বিলাপের মধ্যে মিশে থাকে যেমন চেক জাতীয়তার জন্য দীর্ঘশ্বাস, তেমনই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লড়াইয়ের বীরত্বময় স্মৃতি।

কিন্তু এটা নাটকের উপরিতল। এর ভেতরে এই দুঃসময়েই চলে আসে প্রেম। এক চেক যুবক আর এক পলায়নপরা ইহুদি যুবতীর প্রেম। শুধু হয় এক ইঁদুর–বেড়াল খেলা। যার একদিকে প্রচণ্ড হিংস্র এক বাহিনী। অন্যদিকে, যুদ্ধের বাজারে পোকার মতো অথচ মরিয়ার মতো বেঁচে থাকা একদল মানুষ। এক দর্জি আর তার বউ, এক মাতাল প্রাক্তন সৈনিক, এক বেপরোয়া শিল্পী, এক গুপ্তচর। সঙ্গে আরও কিছু মানুষ।

অরিজিৎ বিশ্বাস আর পৃথুনন্দন ঘোষের লেখা নাটক এই প্লটে অনেকটাই 'থ্রিলার'–এর মেজাজ আনতে পেরেছেন এই লুকোচুরি খেলাকে কেন্দ্র করে। কিন্তু তা কখনই লঘু হয়ে যে যায়নি, তার কারণ নানা বিপরীতমুখী উপাদানকে তাঁরা নাটকের শরীরে কাজে লাগিয়েছেন। প্রথমত, সংলাপ। তীক্ষ্ণ, একমুখী। বিশেষত আড্ডার মুহূর্তগুলোয় খিস্তি–খাস্তা–বিদ্রূপ–ব্যঙ্গ মিশে বারবার ব্রেখটের 'শোয়াইক'–এর স্মৃতিকে ফিরিয়ে এনেছে।

দ্বিতীয়ত, এ নাটকে এইসব সংলাপের পরিপূরক হয়েই এসেছে গান। এক গানওয়ালা (রাজীব চট্টোপাধ্যায়) যেমন সূত্রধরের মতো বারবার এসে গেঁথে দিয়ে গেছে নানা দৃশ্যকে। তেমনই নানা চরিত্র নানা সময়ে গান গেয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলা মঞ্চে কোনও একটি নাটকে এতজন চরিত্রকে একসঙ্গে গান গাইতে দেখা যায়নি।

তৃতীয়ত, ওই প্রযোজনায় ব্রেখট এসেছেন আরও একভাবে। তাঁর 'এপিক থিয়েটার'–এর ধারণা নিয়ে। যে ধারণায় প্রতিটি দৃশ্যই স্বয়ংসম্পূর্ণ। আর তাই নাটকের মধ্যস্থলে চলে আসেন এক শিল্পী, মূল কাহিনীর পাশে এক ঋজু উপরেখার মতো, জাবো। একজন কমিউনিস্ট। লুকনো চিলেকোঠার পাশে গোপনে একাকী ছবি এঁকে চলেন। মুক্তির। গ্রেপ্তার হতে হয় তাঁকে। যাওয়ার সময় ছুঁড়ে দিয়ে যায় এক রাশ সিগারেটের ধোঁয়া। ব্যনঙ্গের। প্রাক্তন ফুটবলার সুরজিৎ সেনগুপ্ত এই চরিত্রটিতে অভিনয় করেছেন। চমক দিয়েছেন তিনি। শিল্পীর আভিজাত্যের সঙ্গে প্রতিবাদী তাচ্ছিল্য অনায়াসে মিশিয়েছেন তিনি। সংলাপ উচ্চারণের বা মুদ্রা ব্যবহারের সুপরিকল্পিত প্রয়োগে।

এ নাটকের আরেক বড় পাওনা, নায়ক পল চরিত্রে কিঞ্জল নন্দ। কিঞ্জলের গানের গলা ভাল। তাঁর অভিনয়ে পেলবতা এবং ঋজুতার চমৎকার নিয়ন্ত্রিত মিশেল আছে। অভিনয়ের 'লিডিং'টিও স্বচ্ছন্দে নিতে পারেন। বিন্দিয়া ঘোষের সঙ্গে রোমান্টিক মুহূর্তগুলি ভারি সুন্দর গড়ে উঠেছে। বিন্দিয়ার চোখের ব্যবহার কিশোরীর চপলতাকে অসামান্যভাবে স্পর্শ করেছে। সুদীপ মুখোপাধ্যায়ের দাপুটে অভিনয়, প্রবীর দত্তর কুশলতার শ্যামল চক্রবর্তী এ নাটকে তাঁর চরিত্রে এক আশ্চর্য উষ্ণতা সঞ্চার করেছেন।

অর্ধশতক পরে আবার

তিতাস একটি

আজকালের প্রতিবেদন: কিছুদিন আগেই ম
'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা'। এবার নামতে চ
আরেক নদীকেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাস 'তিতা
নদীর নাম'–এর নাট্যরূপ। অদ্বৈত মল্লবর্মণে
প্রবাদপ্রতিম এই উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে
পরিচালনাও তাঁর। এ নাটক মঞ্চে আসছে '
এর প্রযোজনায়। 'অন্য থিয়েটার' সম্প্রতি
পরিচালকদের তত্ত্বাবধানে কয়েকটি প্রযোজ
করছে। অবন্তী চক্রবর্তী করেছেন 'চৈতালী
অর্ণ মুখোপাধ্যায় করেছেন 'অলীকবাবু'। এ
করছেন 'তিতাস'। প্রসঙ্গত, মঞ্চে এই উপন
বছরেরও বেশি পরে। ১৯৬৩ সালে 'তিতাস
নাম' মিনার্ভা মঞ্চে নিয়ে এসেছিলেন উৎপল
নাট্যরূপ ও পরিচালনায়। অভিনয় করেছিলে
চরিত্রে। ওই নাটকে অভিনয়ের জন্য বাইরে
করে এনেছিলেন নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য
চৌধুরিকে। নির্মল গুহরায়ের করা মঞ্চ–ভাব
মাঝখানে বাড়িয়ে নেওয়া মঞ্চে বসত হাট।
অভিনেতা–অভিনেত্রী অংশ নিতেন 'এল টি
এ নাটকে। এর ১০ বছর পরে ১৯৭৩–এ প
থেকে ছবি বানান ঋত্বিককুমার ঘটক। অন্য
প্রযোজনাতেও সঙ্গীতের ব্যবহার থাকছে গু
সঙ্গীত পরিচালনা করছেন শুভদীপ গুহ। ত
পরিচালক সম্প্রতি বেশ কিছু নাটকে লোক
ব্যবহার করেছেন। অভিনয় সনৎ চন্দ্র, কৌ
পাশাপাশি থাকছে একঝাঁক নবীন অভিনেত

এক সন্ধ্যায় একা

সঙ্কর্ষণ বন্দ
'কসমিক হা
'গায়কি'র
একক গৌত
পাওয়া গেল
মঞ্চে। এই
গীতিকার সু
গৌতম ঘো
জনপ্রিয় শিল্প
সুরে গান
জনপ্রিয় বাং
সঙ্গীত পরিচালক তিনি। একক আসরে পুর
বাংলা গানে মন ভরালেন গৌতম ঘোষাল।
নজরুলগীতি, গজলও। গান গল্পে আড্ডা জম
শুরু করলেন রবীন্দ্রগান 'আদি তোমায়' দি
শোনালেন ২১টি গান। স্বকীয় গায়কি এবং সু
তুলে ধরলেন প্রতিটি গান। নিজের কম্পোজি
গানে মন ভরালেন শিল্পী। এই তালিকায় 'আ
ঘেরা', 'তোমার কথা ভেবে' 'কথা ছিল ফি
বৃষ্টি ভালবাস, প্রতিটি গানেই পাওয়া গেল
শেষ গান 'কিভাবে কোথায় জীবন জড়ায়' প
শ্রোতাদের হৃদয় জুড়িয়ে দেন। যন্ত্রাণুষঙ্গে প
বোর্ড), জয় নন্দী (তবলা), পিন্টু ঘটক (গীটা
ভট্টাচার্য, (অক্টপ্যাডে)–র সহযোগিতা গানক
আরও সুরেলা।